20068 - সমকামিতা থেকে মুক্তির উপায়

প্রশ্ন

আমি মুসলিম। আমার বয়স ষোল। আমি নিয়মিত নামাজ পড়ি ও রোজা রাখি। ব্যক্তিগত জীবনে আমি দ্বীনদার। তবে সমস্যা হল আমি সমকামী। শুরুতে আমি আমার পিতাকে নিয়ে ভাবতাম। আমার মনে হয় জেনেটিক কারণে আমি সমকামী হয়েছি। আমি খারাপ চিত্র দেখি। তবে আমি এ থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই। আমি জীবনে কখনো যৌনকর্মে লিপ্ত হই নি। আমি সত্যি সত্যিই আল্লাহকে ভয় করি। আমি তাঁকে সবসময়ই ডাকি যাতে তিনি আমাকে সাহায্য করেন।

আপনার কাছে আমার আকুল আবেদন আপনি আমাকে বাস্তব কিছু পরামর্শ দেবেন যাতে আমি এই দুর্যোগ থেকে রেহাই পেতে পারি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আলহামদুলিল্লাহ।

দুয়া করি আল্লাহ তোমাকে এই মারাত্মক ব্যাধি থেকে অতি দ্রুত আরোগ্য দান করুন। তোমার হৃদয়কে সকল পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করে দিন। নিশ্চয় আল্লাহ এ-বিষয়ে ক্ষমতাবান।

এ ধরনের মহাপাপে জড়িত হওয়ার শাস্তি যে শুধু পরকালেই হবে তা নয়, বরং দুনিয়ার জীবনেও এ শাস্তির অংশ বিশেষ ভোগ করতে হয়। সার্বক্ষণিক আফসোস ও যন্ত্রণা হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে রাখা এটাই তো শাস্তি হিসেবে যথেষ্ট। এর সাথে যদি মারাত্মক রোগ-ব্যাধির বিষয়টি যুক্ত হয়; যেগুলোর ব্যাপারে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা একমত যে সমকামীদের এসব রোগ হয়ে থাকে, তাহলে তো আর কথাই নেই। প্রশ্ন নং 10050 থেকে এ ব্যাপারে আরো দিকনির্দেশনা নেবে বলে আশা রাখি।

তোমার রোগের চিকিৎসা নিম্নবর্ণিতভাবে হতে পারে:

এক:

তোমাকে হৃদয় থেকে সত্যিকার অর্থে তওবা করতে হবে। আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। অতীতে যা করেছ তার জন্য লজ্জিত হতে হবে। বেশি-বেশি দুয়া করতে হবে এবং কায়মনোবাক্যে আকুতি করতে হবে আল্লাহ যেন তোমাকে ক্ষমা করে দেন। তিনি যেন তোমাকে এই বিষয় থেকে নিষ্কৃতি পেতে সাহায্য করেন। নিশ্চয় আল্লাহ আরাধ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মেহেরবান এবং দুয়া কবুলে অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহ তাআলা বলেন, "বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করে দেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।”[সূরা আল-যুমার, আয়াত: ৫৩]

তাই তুমি আল্লাহর সামনে পড়ে যাও। কাঁদো, নিজের মনকে বিগলিত করে অশ্রু ঝরাও, তোমার প্রয়োজন ও দীনতা প্রকাশ করো। গুনাহ মাফ চাও। আল্লাহর প্রতি ক্ষমাপ্রাপ্তি ও বিপদমুক্তির ব্যাপারে আশাবাদী হও।

দুই:

নিজের হৃদয়ে ঈমানের বীজকে যত্ন করো। যখন এ-বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে ওঠে, তখন তা দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানের কামিয়াবি নিয়ে আসে। আল্লাহর প্রতি ঈমানই (আল্লাহর তাওফিকের পর) বান্দাকে হারাম কাজ থেকে বাঁচায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি, “ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে মুমিন অবস্থায় থাকে না।”[সহিহ বুখারি (২৪৭৫) ও সহিহ মুসলিম (৫৭)]

তাই ঈমান যখন তোমার হৃদয়কে কর্ষিত করবে, তোমার অন্তরাত্মা ও অনুভূতি ঈমান দিয়ে ভরে যাবে, তখন আর তুমি হারাম কাজ করতে সাহস পাবে না। আর মুমিন যদি একবার হোঁচট খায় সাথে সাথেই সে চৈতন্যে ফিরে আসে। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, “নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, যখন শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা তাদেরকে স্পর্শ করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। তখনই তাদের দৃষ্টি খুলে যায়।”[সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ২০১]

তিন:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবসমাজকে যে উপদেশ দিয়েছেন তা পালন করার চেষ্টা করো। সেটা হলো বিবাহের উপদেশ; যদি তুমি এ ব্যাপারে সক্ষম হও। তোমার বয়স কম বলে অজুহাত দাঁড় করিও না। কেননা অল্প বয়স বিবাহের পথে প্রতিবন্ধক নয়; কখনো না। যেহেতু তোমার বিয়ে করা জরুরি, তাই তোমার বেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদিসটি বর্তাবে। তিনি বলেছেন: “হে যুবসম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করার

ক্ষমতাসম্পন্ন সে যেনে বিয়ে করে ফেলে। কেননা দৃষ্টিকে অধিক অবদমনকারী, যৌনাঙ্গকে অধিক হেফাজতকারী। আর যে তা পারবে না, সে যেনে রোজা রাখে, এটা তার জন্য যৌন-উত্তেজনা দমনকারী।"[সহিহ বুখারি (৫০৬৫) ও সহিহ মুসলিম (১৪০০)] তুমি নবীর এই উপদেশকে আঁকড়ে ধরো। এতে আল্লাহ চাহে তো মুক্তির উপায় পাবে।

তোমার মাতা-পিতাকে এ ব্যাপারে খোলাখুলি বলে বিবাহের আগ্রহ ব্যক্ত করতেও কোনো সমস্যা নেই। লজ্জা যেনে তোমাকে মাতা-পিতার কাছে খোলামেলা বলা থেকে বিরত না রাখে সে ব্যাপারে সতর্ক হও।

বিবাহের ব্যাপারে সিরিয়াসলি চিন্তা করো। দারিদ্র্যকে ভয় পেয়ো না; আল্লাহ তোমাকে নিজ করুণায় অভাবমুক্ত করে দিবেন। ইরশাদ হয়েছে, “আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যবান ও মহাজ্ঞানী।”[সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন যে, সৎ উদ্দেশে যে ব্যক্তি বিয়ে করল আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই সাহায্য করেন, আল্লাহর পথে জিহাদকারী, মূল্য পরিশোধ করার সদিচ্ছা আছে এমন মুকাতেব দাস, ইজ্জতের পবিত্রতা রক্ষার ইচ্ছায় বিবাহকারী ব্যক্তি।”[সুনানে তিরমিযি (১৬৫৫), সুনানে নাসায়ি (৩১২০) সুনানে ইবনে মাজাহ (২৫১৮), আলবানি ‘সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব’ গ্রন্থে (১৯১৭) হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

চার:

যদি বিবাহ করা সম্ভবপর না হয় তাহলে আরেকটি সমাধান হল রোজা রাখা। তাহলে তুমি মাসে তিনদিন রোজা রাখার চিন্তা করছ না কেন? অথবা প্রতি সপ্তাহের সোমে ও বৃহস্পতিবারে?

রোজায় তো অনেক সওয়াব রয়েছে। হাদিসে কুদসিতে এসেছে: “আদম সন্তানের প্রতিটি আমল তার নিজের; তবে রোজা ব্যতীত। নিশ্চয় রোজা আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দিব।”[সহিহ বুখারি (১৯০৪) ও সহিহ মুসলিম (১১৫১)]

তাকওয়া সৃষ্টির উদ্দেশে আল্লাহ তাআলা রোজার বিধান দিয়েছেন মর্মে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে। ইরশাদ হয়েছে, “হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমন ফরজ করা হয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বনকারী হবে।”[সূরা আল বাকারা, আয়াত:১৮৩]

রোজার মধ্যে যেমনি রয়েছে যৌনতার টানে ছুটে যাওয়া থেকে সুরক্ষা, রয়েছে আল্লাহর কাছে মহা প্রতিদান প্রাপ্তি; তেমনি রয়েছে মানুষের ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় করা, ধৈর্য, সহনশীলতা, কুপ্রবৃত্তি ও ভোগের লিপ্সার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার প্রশিক্ষণ। ভাইটি আমার, তাই অবিলম্বে রোজা রাখার সিদ্ধান্ত নাও। আশা করা যায় আল্লাহ তোমার জন্য সহজ করে দিবেন।

পাঁচ:

হারাম জিনিস থেকে দৃষ্টিকে সংযত করতে কখনও অবহেলা করবে না। যেমন- অশ্লীল ম্যাগাজিন, নগ্ন ছবি ইত্যাদি; যা অবৈধ যৌনাচার ও মহাপাপে জড়িয়ে পড়তে মানুষকে প্ররোচিত করে এবং মনের মধ্যে খারাপ প্রভাব গভীরভাবে জিইয়ে রাখে। এসব থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় চাই। আল্লাহ তাআলা বলে: "মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।"[সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩০]

জেনে রাখ, তুমি যদি হারাম দৃষ্টি থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে অবহেলা কর, তাহলে তুমি শয়তানকে সুযোগ করে দিলে যাতে সে এর পরবর্তী পদক্ষেপকে তোমার সামনে সুশোভিত করে পেশ করতে পারে। যেহেতু তুমি একবারের জন্য হলেও শয়তানের ইচ্ছার সামনে নতজানু হয়েছে তাই পরেরটার ব্যাপারে সে খুব তৎপর থাকে।

ছয়:

যখন গুনাহ করার মনস্কামনা সৃষ্টি হবে কিংবা এই পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য শয়তানের ওয়াসওয়াসা অনুভূত হবে, তখন স্মরণ করবে যে তোমার এইসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাল কিয়ামতের মাঠে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। তুমি কি জান না যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এই যৌবন ও উদ্যম তোমার প্রতি আল্লাহ তাআলার নেয়ামত? এই নেয়ামতকে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা কিংবা আল্লাহর নির্দেশে অমান্য করার ক্ষেত্রে নিয়োজিত করা কি আদৌ তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়া?

আরেকটি বিষয়ে তোমার সতর্ক হওয়া উচিত। আস আমার সাথে আল্লাহ তাআলার বাণীটি পড়ি: "অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষী দেবে, আর তারা তাদের চামড়াগুলোকে বলবে, কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে? তারা বলবে, আল্লাহ আমাদের বাক্শক্তি দিয়েছেন যিনি সবকিছুকে বাক্শক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই প্রতি তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"[সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ২০-২১]

হাদিসে এসেছে- আনাস (রাঃ) বলেন: একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে উঠলেন। এরপর বললেন: “তোমরা কি জান, কি নিয়ে হাসছি? আমরা বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। বান্দা তার রবকে সম্বোধন করে যা বলবে তা নিয়েই হাসছি। বলবে: হে আমার রব! আপনি কি জুলুম থেকে আমাকে আশ্রয় দেননি? তিনি বলবেন: হ্যাঁ। অতঃপর বান্দা বলবে, তাহলে আমি নিজের উপর নিজেকে সাক্ষী মানা ব্যতীত অন্য কারও সাক্ষীকে বৈধতা দেব না। আল্লাহ বলবেন: আজ তুমি নিজেই তোমার উপর সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট, আর রেকর্ডসংরক্ষণকারী ফেরেশতারাও সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। অতঃপর তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বলা হবে: কথা বলো। তখন তারা তার আমল সম্পর্কে বলবে। অতঃপর তাকে কথা বলার সুযোগ দেয়া হবে। তখন সে বলবে, “তোমরা ধ্বংস হও, তোমরা নিপাত যাও। তোমাদের জন্যই আমি শ্রম-মেহনত করতাম?”[সহিহ মুসলিম (২৯৫৯)]

সাত:

কখনো একাকী নিভৃতে থেকো না। কেননা একাকীত্ব যৌনবিষয়ে চিন্তাকে ডেকে আনে। সময়কে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হও। যেমন- নেক আমল করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, যিকির করা, নামায পড়া ইত্যাদি।

আট:

ফাসেক ও অসৎপ্রবণ ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করো; যারা এসব বিষয়ে গুরুত্ব দেয়, যৌনউত্তেজক কথাবার্তা বলতে অভ্যস্ত, যারা গুনাহকে তুচ্ছভাবে পেশ করে এবং সেটাকে কর্মে পরিণত করতে নির্ভয়। ওদেরকে ছেড়ে তুমি সৎলোকদের সঙ্গ ধরো; যারা তোমাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে, তাঁর আনুগত্যের ব্যাপারে তোমাকে সহায়তা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “মানুষ তার বন্ধুর স্বভাব ও আদর্শের হয়ে থাকে। সুতরাং কার সাথে বন্ধুত্ব করছ তা ভেবেচিন্তে করো।”[সুনানে তিরমিযি (২৩৭৮), আলবানি হাদিসটিকে সহিহুত তিরমিযি (১৯৩৭) গ্রন্থে ‘হাসান’ বলেছেন।

নয়:

যদি ধরে নিই যে দুর্বলতার কোন এক মুহূর্তে তুমি পাপে লিপ্ত হয়েছ তবে তুমি আর ওদিকে যেও না। বরং অবিলম্বে তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরি। আশা করি, তুমি ঐ লোকদের দলভুক্ত হবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন: “আর যারা কোন কু-কাম করলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আল্লাহ

ছাড়া আর কে গুনাহ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে-বুঝে তারা তা বার বার করতে থাকে না।”[সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৩৫]

প্রিয় ভাই! তুমি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। হুঁশিয়ার, সাবধান! শয়তান যেন তোমার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে। তোমাকে যেন কুমন্ত্রণা না দেয় যে, আল্লাহ তোমার গুনাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। কেননা আল্লাহ তওবাকারীর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

আমি আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আশাবাদী তিনি তোমার কুপ্রবৃত্তির বিপক্ষে তোমাকে সাহায্য করবেন এবং এই মহারোগ থেকে তোমাকে মুক্তি দিবেন।

এ বিষয়ে আরও জানার জন্য আমরা তোমাকে “কাইফা তুওয়াজিহুস শাহওয়া হাদিস ইলাশ শাবাব ওয়াল ফাতাইয়াত” (কিভাবে যৌন কামনাকে মোকাবিলা করবে, তরুণ-তরুণীদের প্রতি কিছু কথা) নামক পুস্তিকাটি পড়ার পরামর্শ দিচ্ছি।